ইসলাম কি নারীকে মুক্তি দিয়েছে?

তৃতীয় নয়ন

(পর্ব-৯)

ভদ্রলোকেরা সমাজে মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কথায় কথায় **‘নৈতিকতা’**র বুলি আওড়াচ্ছেন এবং উন্নত দেশগুলোর বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোর সমাজব্যবস্থার নামে নাক সিটকাচ্ছেন এই বলে যে পশ্চিমে নাকি কোন **‘ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ’** নাই। **‘ধর্মীয় মূল্যবোধ’** শব্দটি আমাদের সমাজে খুব জনপ্রিয়। এ কি বস্তু যে তাকে সবসময় highlight করতে হবে? ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়া, রমজানে রোজা রাখা, যাকাত দেয়া, হজ্ব করতে যাওয়া, বোরখা-হিজাব পরা, পুরুষের দাড়ি রাখা, মেয়েদের পরপুরুষের সামনে না আসা, বিপরীত লিঙ্গের সাথে বন্ধুত্ব না করা, প্রেম না করা, প্রকাশ্যে চুমো না খাওয়া, মা-বাবার পছন্দমত বিয়ে করা, গুরুজন দেখলেই পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা - এসব আমাদের সমাজে **‘নৈতিকতা’**, **‘ধর্মীয় মূল্যবোধ’** নামে পরিচিত। অথচ বাংলাদেশে ঘুষ,দুর্নীতি, ভোট কারচুপি, টেন্ডারবাজি,চাঁদাবাজি, স্বজনপ্রীতি, ট্রাফিক আইন অমান্য করা, মাছে ফরমালিন দেয়া,দুধে মেলামাইন দেয়া, খাদ্যে ভেজাল দেয়া, কালোটাকার রাজনীতি করা, সবজায়গায় অনিয়ম, অব্যাবস্থাপনা, দুই নম্বরি ইত্যাদি দেদারসে চলছে- এসবে কারো নৈতিকতা ও মূল্যবোধে আঘাত লাগছে না। এসবের বিরুদ্ধে আলেম ওলামারা কখনো ফতোয়া দেননা। সাধারণ মানুষও এসব দেখে ছি ছি করে না। তারা ছি ছি করে শুধু একটি মেয়ের পোশাক-আশাকে এদিক ওদিক হলে। তারা ছি ছি করে একটি মেয়ে রাত করে বাড়ি ফিরলে অথবা পার্কে প্রেমিক-প্রেমিকা জরাজরি করে বসে থাকলে । এসব তথাকথিত **‘নৈতিকতা’**, **‘ধর্মীয় মূল্যবোধ’** নাকি সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করছে। এগুলো না থাকলে নাকি সমাজ-সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যেত। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম এসব

‘নৈতিকতা’ সত্যিই নৈতিকতা। তাহলে পৃথিবীতে যেসব সমাজ এসব **‘নৈতিকতা’** বা ‘ **ধর্মীয় মূল্যবোধের’** চর্চা করছে তাদের মানুষ কেন তাদের কথিত **‘অনৈতিকতা, বেহায়াপনায় পরিপূর্ন পশ্চিমা বিশ্ব’**-তে যাওয়ার জন্য অতি আগ্রহী? প্রথাগত অর্থে বাংলাদেশের সমাজ তো খুব **‘নৈতিক’**। এই **‘নৈতিক’** সমাজের বহু মানুষ আমেরিকার **‘অনৈতিক সমাজে’** যাওয়ার জন্য DV লটারী তে আবেদন জানাচ্ছে। কেন তারা পশ্চিমে যেতে চায়? যারা বলে পশ্চিমের মানুষের কোন নীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ নাই কেন তারাই আবার পশ্চিমে বসবাস করার জন্য পাগল? কেন তারা পশ্চিমের মধু খেতে চায়? এই ভন্ডামী ও স্ববিরোধীতার অর্থ কি? আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে।

কেউ যেন মনে না করে যে আমি পশ্চিমা সমাজের দালালি করার জন্য মুক্তমনায় কিস্তিতে এসব লিখছি। আমার সাধারণ জ্ঞানে যা মনে হয়েছে তাই আমি লিখছি। প্রকৃতপক্ষে এসব তথাকথিত **‘নৈতিকতা’** ও ‘ **ধর্মীয় মূল্যবোধ’** নিরর্থকতা ও ভন্ডামিতে পরিপূর্ন যা দেখলে ঘেন্না দরে যায়। প্রথা মানেই সমাজকে রক্ষণশীলতার বেড়াজালে আটকে রাখা। প্রথাগ্রস্থ মানুষেরা অসুস্থ। নারীমুক্তি ব্যাপারটিও প্রথার বেড়াজালেই বন্দী। সমাজে নতুন কোন জিনিষের প্রচলন ঘটাতে গেলেই প্রথমে সবাই **‘গেলো গেলো’**রব তোলে। নারীমুক্তি, নারী স্বাধীনতা, নারী অধিকার যাই বলি না কেন এ বিষয়টিও অনেকটা সেরকম। নারীর প্রতি বৈষম্য, নারী নির্যাতনও সমাজে প্রচলিত প্রথার মত। এগুলোর অবসানকল্পে নারীমুক্তির কথা বললেই সবাই বাঁকা চোখে তাকায় যেহেতু তা সমাজে প্রচলিত প্রথার বিরোধী। বাংলাদেশে এখন নারী-পুরুষের সমঅধিকার কথাটা বললেই মানুষ নাক সিঁটকায়, বাঁকা চোখে তাকায়। ৪-৫ বছর আগেও যেটা অবলীলায় বলা যেত সেটা এখন বলতে সংকোচ লাগে। সমঅধিকার যেহেতু শরিয়াত বিরোধী এবং যেহেতু বাংলাদেশে ইদানিংকালে islamisation process বেশ জোরেসোরে চলছে সেহেতু সমঅধিকার কথাটা মানুষ ভাল চোখে দেখেনা। শুক্রবারে এখন টিভি চ্যানেলগুলোতে একশ্রেনীর ইসলামিক নারীরা বোরখা-হিজাব পরে অনুষ্ঠান করছেন! ইসলামে নারী অধিকারের ফিরিস্তি দিচ্ছেন! তাদের বোরখাও চাকচিক্কময়, কারুকার্যখচিত!

যেন তারা মূল্যবান মণি-মাণিক্য,হিরে-জহরত!

বাংলাদেশে মহিলারা গাড়ি চালাননা।আমি জানিনা এর কারণ কি। ঢাকা শহরে মহিলা গাড়িচালক হারিকেন দিয়ে খুজতে হবে। কালে ভদ্রে দুই একজন দেখা যেতে পারে। আবার মহিলারা গাড়ি চালালে তাদের দিকে রাস্তাঘাটে লোকজন হা করে তাকিয়ে থাকে যেন ঠিক যেন চিড়িয়াখানার বাঁদড় দেখছে। যুক্তরাষ্ট্র,যুক্তরাজ্য,কানাডা,ফ্রান্স,বেলজিয়াম, চীন, দক্ষিন কোরিয়া এই কয়টি দেশ ভ্রমন করেছি আমি। সবজায়গায় দেখেছি পুরুষের পাশাপাশী নারীরাও নিজেদের প্রয়োজনে ড্রাইভিং করছে। তাদের সংখ্যা ৫০% হবেই। এমনকি বাস, মোটর সাইকেলও চালাচ্ছেন। বাংলাদেশে সম্ভবত আগামী ৫০০ বছরেও এরকম ঘটনা ঘটবে না। আমি জানি শুধু এসব দেশেই নয়, বাংলাদেশ, সৌদি আরবসহ দুএকটি দেশের কথা বাদ দিলে পৃথিবীর এমন কোন দেশ খুজে পাওয়া যাবে না যেখানে নারীরা গাড়ি চালাননা। বাংলাদেশের মেয়েরা কেন চিন্তা করে না যে **‘আমারও driving শেখা উচিৎ’?** যাদের সামর্থ্য নাই তাদের কথা বলছিনা। সামর্থ্য যাদের আছে তাদের তারা কি বলবে? আমি এই প্রশ্নের উত্তর আজ পর্যন্ত আজ পর্যন্ত খুজে পাইনি। আসলে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে মেয়েরা শৈশব থেকে সেই শিক্ষাটা পায় না যা তাদের সৃষ্টিশীল কিছু করার প্রেরণা যোগায়। কোন একটি জিনিষ যদি সমাজে প্রচলনের প্রথম থেকেই নারী-পুরুষ উভয়ে করা শুরু করে তাহলে সেখানে কোন বৈষম্য থাকে না। কিন্তু যদি প্রথম থেকে শুধু পুরুষ কাজটি করে তাহলে সমাজের মধ্যে এমন ধারণা হয়ে যায় যেন কাজটি শুধুই পুরুষের। মহিলাদের ড্রাইভিং এর ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটিই ঘটেছে। ঢাকা শহরকে ভয়াবহ যানজটের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য নারী-পুরুষের চলাচলের জন্য চমৎকার বাহন হিসেবে সাইকেলের প্রচলন ঘটানো যেত। বিশেষ করে নারীদের জন্য। কিন্তু তা করা হয় নাই এবং হবেও না। কারন নারী সাইকেল চালালে তা হয়ে যাবে **‘সমাজবিরুদ্ধ’** কাজ! এদেশের **‘ ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন’** সমাজ তা হতে দেবে কেন?

এদেশে বাবা-মা'রা সবসময় এই তালে থাকেন কখন মেয়েদের বিয়ে দিয়ে শ্বশুড়বাড়ি পার করা যায়। এ একেবারে অবধারিত সত্য এদেশের মেয়েদের ক্ষেত্রে। আসলে এসমাজে মেয়েদের জন্মই হয় বিয়ে হওয়ার জন্য। বিয়েই এ সমাজে মেয়েদের মূল পেশা ও একমাত্র গন্তব্য।

বাংলাদেশে খেলাধূলায় মেয়েদের অংশগ্রহন খুব কম । নেই বললেই চলে। খেলাধূলা ব্যাপারটাকে বরাবরই ছেলেদের বলেই ভাবা হয়। সমাজ কখনো মেয়েদের খেলাধূলায় অংশ নিতে উৎসাহ দেয় না। মেয়েরা যে খেলতে পারে এটা কেউ ভেবে দেখে না। মেয়েদের খেলাধুলা ঐ স্কুল-কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পর্যন্তই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কালে ভদ্রে মেয়েদের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা হয়। ঐ পর্যন্তই। কিন্তু সেখানে প্রায়ই ছেলেদের অন্ত:হল, অন্ত:বিভাগ ফুটবল, ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে সবসময়ই ছেলেদের খেলতে দেখা যাবে। আমি কোনদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে কোন মেয়েকে খেলতে দেখিনি। এমন ছেলে খুজে পাওয়া কঠিন হবে এদেশে যে জীবনে একটি বারের জন্যও ফুটবলে লাথি মারে নাই অথবা ব্যাট বল নিয়ে ক্রীকেট খেলে নাই। কিন্তু এমন মেয়ের অভাব নাই। ইসলাম মেনেও একটা মেয়ের পক্ষে খেলাধূলা করা সম্ভব না সেটা আগেই বলেছি। পশ্চিমে মেয়েরা স্কুল-কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয়ে তো বটেই এমনিতেও খেলাধূলা করে থাকে। শুধু পশ্চিম নয়, চীন,জাপান, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, দক্ষিন আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও মেয়েরা ব্যাপকভাবে খেলাধুলায় অংশ নিচ্ছে। বিশেষ করে অলিম্পিক গেমসে ইউরোপ-আমেরিকা, চীনের মেয়েদের ব্যাপক আধিক্য চোখে পরার মত। অথচ দক্ষিন এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে মেয়েদের খেলাধূলার কোন খবর নাই।আমার মতে বাংলাদেশে মেয়েদের খেলাধুলার পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা হচ্ছে তাদের পোশাক। খেলাধুলা করতে হলে যেসব পোশাক পরা প্রয়োজন তা এদেশের মেয়েরা পরতে লজ্জা পায়, অস্বস্তি বোধ করে। মানুষ বাঁকা চোখে তাকায়। এদেশের সংস্কৃতিই এদেশের মেয়েদের অন্যতম শত্রু।(মাপ করবেন সংস্কৃতিবিদরা!) বাংলাদেশে মেয়েদের ফুটবল, ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে কিন্তু তা একেবারেই আনুষ্ঠানিকতার

খাতিরে। সাধারণ মেয়েদের মধ্যে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েরা খেলাধূলায় অংশ নেয়না বললেই চলে।

একমাত্র ইসলামই নাকি নারীকে স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়েছে। তাহলে অলিম্পিক গেমসে মুসলিম বিশ্ব থেকেই কেন সবচেয়ে বেশী নারী অংশগ্রহন করে না? কেন উল্টোটা সত্য অর্থাৎ মুসলিম বিশ্ব থেকে সবচেয়ে কম নারী অংশ নেয়?

সমাজ রক্ষণশীল। সমাজকে রক্ষণশীল করার পেছনে কার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি? ধর্ম। ইসলাম মেয়েদের পর্দার মধ্যে থাকতে বলেছে। অবরোধের মধ্যে থাকতে বলেছে। ইসলাম নারীর মানবাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করেছে। কঠোর রক্ষণশীল বিধিনিষেধের বেড়াজালে নারীকে বন্দী করেছে। এ আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। আমার নিজের চোখে দেখা। ইসলাম যদি ১০০% মানা হয় তবে সমাজ মধ্যযুগীয় অন্ধকারে চলে যাবে কোন সন্দেহ নাই।ইসলাম নারীমুক্তি দিয়েছে এটা সম্পূর্ন মিথ্যা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। **'নারী-পুরুষ সমঅধিকার'** এটা এই যুগের শ্লোগান। ইসলামকে মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্য করার জন্য এই শ্লোগান কে ইসলামের নামে এখন চালানো হচ্ছে । আর কিছুই না। ৫-৬শ বছর আগে কি ইসলাম নিয়ে এরকম বলা হতো যে ইসলাম নারীমুক্তি দিয়েছে অথবা সমঅধিকার দিয়েছে? হতো না। কারণ তখন নারীবাদ মতাদর্শটি বিকাশ লাভ করে নাই।

সবশেষে বলতে চাই ইসলাম নারীকে মুক্তি দিয়েছে এটি একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা।

(সমাপ্ত)

তথ্যসূত্র :

১. আল কুরআনুল কারীম(বাংলা অনুবাদ)- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

২. সহীহ হাদীস শিক্ষা - সংকলন ও সম্পাদনা: প্রফেসর দেওয়ান ইউনুছ আলী

৩. বেহেশতী জেওর- এমদাদিয়া পুস্তকালয়(প্রা:) লি:,ঢাকা

৪. Summaized Sahih-Al-Bukhari(Arabic-English- Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan- Dar-us-Salam Publications, Riyadh-Saudi Arabia

৫. 'নারী'- হুমায়ুন আজাদ- আগামী প্রকাশনী

৬. মহানবীর (সা:) বিবাহ- মোহাম্মদ সা'দাত আলী-আহমাদ পাবলিশিং হাউস

৭. The Noble Qur'an- English Translation of the meanings and commentary- By Dr Muhammad Taqi-ud-Din al - Hilali and Dr Muhammad Muhsin Khan, King Fahd Complex For The Printing Of The Holy Qur'an, Madinah,K.S.A